دُرُوسٌ وَعِبَرٌ مِنْ قِصَّةِ قَارُونَ

কারূনের কাহিনী: শিক্ষণীয় পাঠ ও বাস্তব উপদেশ

إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ١٠٢]، يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: ١] يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: ٧٠، ٧١]

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের নফসের অনিষ্টতা এবং আমাদের মন্দ আমলসমূহ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন, তাকে বিভ্রান্ত করার কেউ নেই; আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

তাকওয়া ও সচেতনতা বিষয়ে কুরআনের আয়াতসমূহ:

➤ **আল্লাহর প্রতি যথাযথ ভয় (তাকওয়া):**

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আল-ইমরান: ১০২)

➤ **সৃষ্টির উৎস ও আত্মীয়তার বন্ধন:**

হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের উভয় থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা

একে অপরের কাছে সাহায্য চাও এবং সতর্ক থাকো রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা বজায় রাখতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখেন।" (সূরা আন-নিসা: ১)

➤ সঠিক কথা ও সাফল্যের পথ:

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক ও সত্য কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের আমলসমূহ সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য লাভ করল। (সূরা আল-আহযাব: ৭০-৭১)

অতঃপর: নিশ্চয়ই সবচেয়ে সত্য বাণী হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লার কিতাব (কুরআন), আর সর্বোত্তম পথনির্দেশ হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথনির্দেশ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (দ্বীনের মধ্যে) নবউদ্ভাবিত বিষয়সমূহ; প্রতিটি নবউদ্ভাবিত বিষয়ই হলো বিদআত, প্রতিটি বিদআত হলো পথভ্রষ্টতা, আর প্রতিটি পথভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

কুরআনিক কাহিনীর উদ্দেশ্য: শিক্ষা ও হেদায়েত লাভ

"হে মুসলিম সমাজ! নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর কিতাবে (কুরআনে) যেসব কাহিনী আমানত হিসেবে রেখেছেন এবং তাঁর বান্দাদের যেসব সংবাদ জানিয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে নানা শিক্ষা ও উপদেশ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়; আর সেগুলোর ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে দিকনির্দেশনা ও হেদায়েত।

সুতরাং, আল্লাহর তাওফিকপ্রাপ্ত একজন বান্দার জন্য এটাই উপযুক্ত যে, সে এই কাহিনীগুলোর সামনে একজন চিন্তাশীল ও সঠিক পথ সন্ধানকারীর মতো থমকে দাঁড়াবে (এবং তা নিয়ে গভীরভাবে ভাববে)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেছেন:

{لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [يوسف: ١١١]،

'অবশ্যই তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় উপাদান। এটা কোনো বানিয়ে বলা গল্প নয়, বরং এটি তো পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী, সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ এবং মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়েত ও রহমত।' [সূরা ইউসুফ: ১১১]"

কারুনের কাহিনী এবং বংশমর্যাদার চেয়ে সৎ আমলের গুরুত্ব

"আর কুরআন মাজীদের কাহিনীসমূহের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা আমাদের কাছে যা বর্ণনা করেছেন, তার একটি হলো কারুনের কাহিনী; যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা সূরা আল-ক্বাসাসের শেষভাগে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেছেন:

{إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ} [القصص: ٧٦]،

'নিশ্চয়ই কারুন ছিল মূসার সম্প্রদায়েরই একজন, কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আর আমি তাকে এমন ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম, যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী মানুষের পক্ষেও কষ্টকর ছিল। স্মরণ করো, যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, অহংকার করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও দম্ভকারীদের পছন্দ করেন না।' [সূরা আল-ক্বাসাস: ৭৬]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লার এই বাণীর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করুন: 'নিশ্চয়ই কারুন ছিল মূসার সম্প্রদায়েরই একজন, অর্থাৎ, সে ছিল তাঁরই রক্ত সম্পর্কীয় ও নিকটাত্মীয়; সে ছিল মূসা আলাইহিস সালামের আপন চাচাতো ভাই। কিন্তু সে নিজের ধন-সম্পদের মোহে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং আত্মঅহংকারে মেতে উঠেছিল; ফলে মূসা আলাইহিস সালামের সাথে এই নিকটাত্মীয়তা তার কোনো উপকারে আসেনি।

এ প্রসঙ্গেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]،

'যাকে তার আমল (পেছনে টেনে ধরে) ধীরগতির করে দেয়, তার বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারে না।' (মুসলিম:)

(বংশমর্যাদা যে আল্লাহর কাছে যথেষ্ট নয় তার প্রমাণস্বরূপ) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা খোদ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আপন চাচার ব্যাপারে একটি পুরো সূরা নাযিল করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেছেন:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

'আবু লাহাবের হাত দুটি ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।' [সূরা লাহাব: ১] অর্থাৎ সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনের হুমকি দিয়ে বলেছেন: سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

'অনতিবিলম্বে সে প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে।' [সূরা লাহাব: ৩]

সুতরাং, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লার নিকট আসল বিবেচ্য বিষয় হলো সৎ আমল। যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেছেন:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান (আল্লাহভীরু)।' [সূরা আল-হুজুরাত: ১৩]"

ধন-সম্পদের ফিতনা এবং দুনিয়া-আখিরাতের ভারসাম্য

"হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয়ই ধন-সম্পদের ফিতনা (পরীক্ষা) অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই মুসলমানের উচিত এ বিষয়ে সতর্ক থাকা এবং নিজের সম্পদের মোহে অন্ধ না হওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা কারুনের ব্যাপারে এরশাদ করেছেন:

{وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ} [القصص: ٧٦]،

'আর আমি তাকে এমন ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম, যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী মানুষের পক্ষেও কষ্টকর ছিল।' [সূরা আল-ক্বাসাস: ৭৬]

একটু ভেবে দেখুন, তার ধনভাণ্ডারের চাবিগুলোই যদি একদল শক্তিশালী পুরুষের জন্য বোঝা হয়ে যেত, তবে খোদ সেই ধনভাণ্ডারটি কেমন ছিল!!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা বলেন:

إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ [القصص: ٧٦]،

'স্মরণ করো, যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, অহংকার করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও দম্ভকারীদের পছন্দ করেন না।' [সূরা আল-ক্বাসাস: ৭৬] অর্থাৎ সম্পদের গরমে ধরাকে সরা জ্ঞান করো না। এটিই হলো সেই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ আনন্দ (অহংকার)।

(তার সম্প্রদায় আরও বলেছিল):

{وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ} [القصص: ٧٧]،

'আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দিয়ে পরকালের গৃহ অনুসন্ধান করো' [সূরা আল-ক্বাসাস: ৭৭] অর্থাৎ তোমার সম্পদ দিয়ে আখিরাতের জন্য আমল করো।

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

'তবে দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না' [সূরা আল-ক্বাসাস: ৭৭]
অর্থাৎ আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ (হালাল) করেছেন, তা ভোগ করো।
এই নির্দেশনাটি প্রমাণ করে যে, এই দ্বীন (ইসলাম) কতটা উদার ও ভারসাম্যপূর্ণ। হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছিলেন:

قَالَ سَلْمانُ الفارِسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ) وَقَدْ أَقَرَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذٰلِكَ بِقَوْلِهِ: «صَدَقَ سَلْمَانُ».

'নিশ্চয়ই তোমার ওপর তোমার রবের হক (অধিকার) রয়েছে, তোমার নিজের ওপর তোমার নিজের হক রয়েছে এবং তোমার পরিবারেরও তোমার ওপর হক রয়েছে। অতএব, প্রত্যেক অধিকারীকে তার প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দাও।' পরবর্তীতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই কথাকে সমর্থন করে বলেছিলেন: 'সালমান সত্য বলেছে।' [সহীহ বুখারী: ৬১৩৯]।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা আরও বলেন:

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

'এবং তুমি অনুকম্পা (অনুপম আচরণ) করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন', অর্থাৎ তোমার প্রতি আল্লাহর যে ইহসান বা দয়া রয়েছে তা স্মরণ করো এবং মানুষের প্রতি সদয় হও।

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয়কারীদের পছন্দ করেন না।
এটি কতই না চমৎকার একটি নসীহত ছিল! কিন্তু কারুন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং এর প্রতি বিন্দুমাত্র কর্তপাত করেনি।"

আত্মঅহংকারের ব্যাধি এবং কারুনের দম্ভ

"হে মুসলিম সমাজ! নিশ্চয়ই আত্মঅহংকার (নিজেকে বড় মনে করা) একটি মারাত্মক মানসিক ব্যাধি এবং বান্দার ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ। কারুন যখন হিতাকাঙ্ক্ষীদের চমৎকার নসীহত শুনল, তখন সে তা মেনে নেওয়ার বদলে অত্যন্ত দম্ভের সাথে উত্তর দিল:

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي

'সে বলল, এসব তো আমি আমার অভ্যন্তরীণ জ্ঞান ও যোগ্যতার জোরেই লাভ করেছি।' [সূরা আল-ক্বাসাস: ৭৮]

অর্থাৎ আমি নিজেই এর যোগ্য, এই সম্পদ আমারই প্রাপ্য এবং আমি ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধন-সম্পদ জমা করার কৌশল খুব ভালো করেই জানি।

তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাকে তিরস্কার ও ধমক দিয়ে এরশাদ করলেন:

أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

'সে কি জানত না যে, আল্লাহ তার পূর্বে এমন বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা শক্তিতে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল এবং ধন-সম্পদে অনেক বেশি প্রাচুর্যশালী ছিল? আর অপরাধীদেরকে (তাত্ক্ষণিকভাবে) তাদের অপরাধের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয় না।' [সূরা আল-ক্বাসাস: ৭৮]

কিন্তু কারুন পূর্ববর্তী অহংকারীদের এই করুণ পরিণতি থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি এবং কোনো হিতাকাঙ্ক্ষীর উপদেশেই কর্তপাত করেনি।"

সুলাইমান (আ.) ও কারুনের তুলনা: নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা বনাম অহংকার:

"কারুন তার এই বিপুল প্রাচুর্য ও সফলতাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লার অবদান বলে স্বীকার করেনি, যাতে সে তার রবের প্রতি বিনয়ী হতে পারত; বরং সে নিজের যোগ্যতার অহংকারে মত্ত হয়েছিল।

এবার অন্যপাশে তাকিয়ে দেখুন, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যখন তাঁর ওপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লার সুমহান অনুগ্রহ ও নিয়ামত প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তখন তিনি কী বলেছিলেন! কারুনের দাম্ভিক উক্তির সাথে সুলাইমান (আ.)-এর সেই বিনম্র বাণীর একটু তুলনা করে দেখুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা সুলাইমান আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করে এরশাদ করেছেন:

قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ } [النمل: ٤٠]،

'তিনি বললেন, এটি আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি নাকি অকৃতজ্ঞ হই ।' [সূরা আন-নামল: ৪০]

অতএব, দারিদ্র্য যেমন একটি পরীক্ষা, তেমনি ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যও মানুষের জন্য এক বড় পরীক্ষা । যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেছেন:

{وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} [الأنبياء: ٣٥].

'আর আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দিয়ে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি, এবং আমাদেরই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে ।' [সূরা আল আম্বিয়া: ৩৫]"

কারুনের পতন, দুনিয়ার মোহের অসারতা ও অহংকারের শাস্তি

হে মুমিনগণ! দুনিয়ার প্রকৃত রূপ বা বাস্তবতা অনুধাবন করা বান্দাকে এর ফেতনা ও মোহ থেকে রক্ষা করে । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা (কারূনের রাজকীয় বেশে বের হওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে) বলেন:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧٩) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ

"অতঃপর কারূন তার সম্প্রদায়ের সামনে জাঁকজমক সহকারে বের হলো । যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, 'হায়, কারূনকে যেরূপ দেওয়া হয়েছে আমাদেরও যদি সেরূপ দেওয়া হতো! নিশ্চয়ই সে বড় ভাগ্যবান ।' আর যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, 'ধিক তোমাদের! যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর দেওয়া পুরস্কারই উত্তম । আর ধৈর্যশীল ছাড়া কেউ তা পায় না' ।" [সূরা আল-কাসাস: ৭৯-৮০]

অতএব, দুনিয়ার ভোগবিলাসের মোহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য উপকারী জ্ঞান এবং এর ক্ষণস্থায়ী আনন্দ থেকে ধৈর্য ধারণের প্রয়োজন ।

কারূনের পরিণতি: একটি মহৎ শিক্ষা (عِبْرَةٌ لَنَا وَعِظَةٌ عَظِيمَةٌ)

নিশ্চয়ই কারূনের পরিণতি আমাদের জন্য এক বিরাট শিক্ষা ও উপদেশ । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা বলেন:

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ

"অতঃপর আমি তাকে (কারূনকে) ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দিলাম । তখন আল্লাহর বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার মতো কোনো দল ছিল না এবং সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করতে পারল না ।" [সূরা আল-কাসাস: ৮১]

আল্লাহ তাকে মাটিতে ধসিয়ে দিলেন, ফলে তার বিপুল সম্পদ তার কোনো উপকারে আসেনি এবং সে নিজেও নিজের কোনো উপকার করতে পারল না। আর তখন সবার সামনে প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হয়ে গেল।

আত্মঅহংকার বা নিজের রূপ-গুণে নিজে মুগ্ধ হওয়ার ব্যাধি সম্পর্কে সতর্ক করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

بَيْنَما رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيها إِلى يَوْمِ القِيامَةِ»

"এক ব্যক্তি সুন্দর রাজকীয় পোশাক পরে নিজের চুলে চিরুনি করে দম্ভভরে হাঁটছিল, সে নিজের চাদরে নিজেই মুগ্ধ ছিল। হঠাৎ আল্লাহ তাকে মাটিতে ধসিয়ে দিলেন। এখন সে কিয়ামত পর্যন্ত মাটির নিচে এভাবে ধসে যেতেই থাকবে।" [সহীহ বুখারী: ৫৭৮৯)

রিযিকের প্রকৃত বাস্তবতা (وَالرِّزْقُ العَظِيمُ)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা আরও বলেন:

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

"আর গতকাল যারা তার (কারুনের) মতো অবস্থানের আশা করেছিল, তারা (তার পরিণতি দেখে) বলতে লাগল, 'হায় আফসোস! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত করেন'।" [সূরা আল-কাসাস: ৮২]

অর্থাৎ, ধন-সম্পদ আল্লাহ শ তাকেও দেন যাকে তিনি ভালোবাসেন এবং তাকেও দেন যাকে তিনি ভালোবাসেন না। সম্পদ পাওয়া আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রমাণ নয়। প্রকৃত ও মহান রিযিক হলো মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

"আল্লাহ যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তবে আমাদেরও মাটির নিচে ধসিয়ে দিতেন। হায় আফসোস! কাফেররা সফলকাম হয় না।" [সূরা আল-কাসাস: ৮২]

أَقُولُ ما تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

আমি যা বলার বললাম এবং আমি নিজের জন্য ও আপনাদের সবার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনারাও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، لَهُ الحَمْدُ الحَسَنُ وَالثَّناءُ الجَمِيلُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبادَ اللَّهِ؛ وَاعْلَمُوا أَنَّ تَقْوَى اللَّهِ أَمْثَلُ طَرِيقٍ وَأَقْوَمُ سَبِيلٍ.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লার জন্য, যিনি সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক। সমস্ত উত্তম প্রশংসা এবং সুন্দর স্তুতি একমাত্র তাঁরই জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই; তিনি সত্য কথা বলেন এবং তিনিই সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর ওপর এবং তাঁর সমস্ত পরিবার ও সঙ্গী-সাথীদের (সাহাবিদের) ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন (তাকওয়া অবলম্বন করুন)। আর জেনে রাখুন যে, আল্লাহর তাকওয়াই হলো সর্বোত্তম আদর্শ পথ এবং সবচেয়ে সুদৃঢ় ও সঠিক পন্থা।"

চিরন্তন কুরআনিক মূলনীতি এবং পরকালের প্রকৃত সফলতা

"হে মুসলিম সমাজ! এই (কারূনের) কাহিনীর সমাপ্তিতে পবিত্র কুরআনের এমন একটি সুদৃঢ় ও অমোঘ মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে, যা মুমিনদের মনে আশার আলো জাগিয়ে তোলে এবং তাদের অন্তরকে ভরিয়ে দেয় গভীর আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাসে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেছেন:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

'এই যে পরকালের গৃহ, এটি আমি তাদের জন্যই নির্ধারিত করি যারা পৃথিবীতে অহংকার (ঔদ্ধত্য) প্রকাশ করতে চায় না এবং কোনো বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম তো কেবল মুত্তাকীদের (আল্লাহভীরুদের) জন্যই।' [সূরা আল-ক্বাসাস: ৮৩]

প্রখ্যাত মুফাসসির শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে সাদী (রহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন:

'অর্থাৎ চূড়ান্ত কল্যাণ, কামিয়াবি ও সফলতার সেই অবস্থা, যা চিরস্থায়ী ও অবিচ্ছিন্ন থাকবে, তা কেবল সেই ব্যক্তির জন্যই সুনিশ্চিত যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লাকে ভয় করে চলে। আর যারা আল্লাহকে ভয় করে না, যদিও সাময়িকভাবে দুনিয়াতে তাদের কিছুটা প্রভাব-প্রতিপত্তি, জাঁকজমক ও আরাম-আয়েশ অর্জিত হয়, তা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় না, বরং খুব দ্রুতই তা বিলীন হয়ে যায়। আর এই পবিত্র আয়াতের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, যারা পৃথিবীতে নিজেদের বড়ত্ব বা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে চায় কিংবা বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়, পরকালের গৃহে তাদের কোনো অংশ বা পাওনা নেই।'

অতএব, হে আল্লাহর বান্দাগণ! প্রকৃত সৌভাগ্যবান তো সেই ব্যক্তি, যিনি পূর্ববর্তীদের অবস্থা দেখে নিজে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করেন।"

اللَّهُمَّ اكْفِنا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِواكَ. اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنا الإِيمانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنا، وَكَرِّهْ إِلَيْنا الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيانَ، وَاجْعَلْنا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ وَالمُسْلِمِينَ، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالمُشْرِكِينَ، وَانْصُرْ دِينَكَ وَكِتابَكَ وَسُنَّةَ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِبادَكَ المُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، الأَحْياءِ مِنْهُمْ وَالأَمْواتِ، وَاحْفَظْ حُجَّاجَ بَيْتِكَ الحَرَامِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَمَكْرُوهٍ، وَرُدَّهُمْ إِلَى دِيَارِهِمْ سَالِمِينَ، مِنَ الْأَجْرِ غَانِمِينَ، قَدْ غَفَرْتَ ذُنُوبَهُمْ وَجَبَرْتَ خَوَاطِرَهُمْ، وَوَفِّقِ – اللَّهُمَّ – أَمِيرَنا وَوَلِيَّ عَهْدِهِ لِهُداكَ، وَاجْعَلْ أَعْمالَهُما فِي طاعَتِكَ وَرِضاكَ، وَاجْعَلْ هٰذَا البَلَدَ آمِنًا مُطْمَئِنًّا سَخاءً رَخاءً، دارَ أَمْنٍ وَإِيمانٍ، وَسائِرَ بِلادِ المُسْلِمِينَ.

لجنة إعداد الخطبة النموذجية لصلاة الجمعة

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের আপনার হালাল রিজিকের মাধ্যমে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখুন, এবং আপনার অনুগ্রহের মাধ্যমে আপনি ছাড়া অন্য সবার থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে ঈমানকে প্রিয় করে দিন এবং একে আমাদের হৃদয়ে সুশোভিত করে দিন। আমাদের নিকট কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপ্রিয় করে দিন এবং আমাদের সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলমানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন; শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন। আপনি আপনার দ্বীন, আপনার কিতাব, আপনার নবীর সুন্নাহ এবং আপনার মুমিন বান্দাদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি সকল মুসলমান ও মুমিন নর-নারীকে ক্ষমা করে দিন, যারা জীবিত আছে এবং যারা মৃত্যুবরণ করেছে।

আর (হে আল্লাহ!) আপনার পবিত্র ঘর (বাইতুল্লাহ)-এর হাজ্বীদের সমস্ত অনিষ্ট, ক্ষতি ও অপ্রীতিকর বিষয় থেকে হিফাজত করুন। তাঁদেরকে বিপুল সওয়াব ও পুণ্য নিয়ে সহীহ-সালামতে (নিরাপদে) তাঁদের নিজ নিজ দেশে ফিরিয়ে দিন; এমতাবস্থায় যে আপনি তাঁদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাঁদের মন জুড়িয়ে দিয়েছেন (তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন)।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের আমীর (রাষ্ট্রপ্রধান) এবং তাঁর যুবরাজকে আপনার হেদায়েতের পথে চলার তৌফিক দান করুন এবং তাঁদের সমস্ত কর্মকে আপনার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির অনুকূলে রাখুন।

এই দেশকে (কুয়েত ও মুসলিম উম্মাহর দেশগুলোকে) নিরাপদ, শান্ত, সুজলা-সুফলা ও সমৃদ্ধশালী করুন; একে ঈমান ও নিরাপত্তার চাদরে আবৃত রাখুন, আর পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রকেও সার্বিক নিরাপত্তা ও শান্তিতে রাখুন।"